ঢাকা
সোমবার
১ ফাল্গুন ১৪২৮
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭২ বছর

সংবাদ

কিশোরগঞ্জ : নতুন জাতের মিষ্টি আলুর মাঠ দিবসে কৃষক কর্মকর্তারা —সংবাদ

বারির ঔষধিগুণের মিষ্টি আলু উদ্ভাবন : রুখবে ক্যান্সার অন্ধত্ব

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবন করেছে ওষুধি গুণসম্পন্ন মিষ্টি আলুর জাত। এসব আলু ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে যেমন কাজ করবে, অন্ধত্ব দূরীকরণেও কাজ করবে। এমনকি ডায়াবেটিস প্রশমনে এসব মিষ্টি আলু ভূমিকা রাখবে। আবার উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে ইউরিক এডিস নিয়ন্ত্রণেও কাজ করবে। কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা নিকলীর মাঠে মিষ্টি আলুর ফলন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এমনই বর্ণনা দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কৃষিবিদ কমলারঞ্জন দাশ, বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার ও বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার। তারা জানান, বারি মিষ্টি আলু-১৭ 'এ্যান্থোসায়ানিন' নামে এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এই আলু একদিকে ক্যান্সার রোধ করে, অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে বারি মিষ্টি আলু-১২ বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা অন্ধত্ব দূরীকরণে সাহায্য করে। এসব জাত প্রতি হেক্টরে ২৫ টন উৎপাদিত হতে পারে।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জেলা সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে নিকলীর পাঁচরুখি এলাকার কৃষক সিদ্দিক মিয়াকে দিয়ে এবার এসব মিষ্টি আলুর আবাদ করানো হয়েছে। শনিবার বিকেলে সেখানে শতাধিক কৃষককে নিয়ে মিষ্টি আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধকরণে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিশেষ অতিথি কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. মু শহীদুজ্জামান, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক মো. মাহবুবুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সরেজমিন গবেষণা বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত সচিব ও অন্যান্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ বলেন, আগে সাধারণ মানের স্থানীয় জাতের মিষ্টি আলুর আবাদ করা হতো। সেগুলো তেমন পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ছিল না। বারি মিষ্টি আলু-১২ জাতটি বাইরে থেকে সাদাটে বর্ণের। এর ভেতরকার অংশটি বিটা ক্যারোটিনের জন্য অনেকটা কমলা বর্ণের হয়। এটি দৃষ্টিশক্তির সুরক্ষা দেয়। আর বারি মিষ্টি আলু-১ জাতটি বাইরে থেকে বেগুনি বর্ণের হয়। আর ভেতরকার অংশটি গাঢ় বেগুনি বর্ণের। এটি ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা হ্রাস করে। এসব মিষ্টি আলুর গাছে ভারাইসের সংক্রমণ হয় না। অথচ পাশের জমিগুলোতেই স্থানীয় জাতে ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গেছে।

বক্তাগণ বলেন, এখন বারির বিজ্ঞানীরা নানা রকম উচ্চ ফলনশীল ওষুধি গুণসম্পন্ন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ শাকসবজি উদ্ভাবন করছেন। এগুলো মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমছে। কাজেই উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো আবাদ করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে হবে।